প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের নির্দেশিকা

২০১৯ শিক্ষাবর্ষে প্রাক -প্রাথমিক , প্রাথমিক স্তর , মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের নির্দেশিকা প্রদান করা হয়েছে। আজ ২০ ডিসেম্বর প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ে এবিষয়ে এক পরিপত্র জারি করা হয়।

নির্দেশিকায় বলা হয়েছে , ৩১ জানুয়ারীর মধ্যে সকল পাঠ্যপুস্তক সকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১০০ % বিতরণ সম্পন্ন করতে হবে। এবং ২৮ ফ্রেবরুয়ারীর মধ্যে ভর্তিকৃত সকল ছাত্র -ছাত্রীদের সংখ্যা বা নাম লিপিবদ্ধ করতে হবে।

২০১৯ শিক্ষাবর্ষে মুদ্রিত প্রাক প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের জন্য একটি (০১) আমার বই এবং একটি করে অনুশীলন খাতা সরবরাহ করা হবে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক ছাড়া কারো নিকট পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা যাবে না। আর বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নির্বাহী প্রধানের নিকট বই হস্তান্তর করতে হবে।

বোদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা এবং খ্রিস্টান ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা নামীয় পাঠ্যপুস্তক জেলা পর্যায়ে সরবরাহ করা হবে। উপজেলাগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী সেখান থেকে সরবরাহ করবে।

২০১৯ সালে নতুন পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হবে। বিগত বছরের কোন বই বিদ্যালয়ে পর্যায়ে সরবরাহ করা যাবেনা।

বিনামূল্যের প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক বিক্রির অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরোদ্ধে শৃংখলা ও আপিল বিধিমালা ১৯৮৫ অনুযায়ী তার বিরোদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২০১৯ সালে পাচঁটি (০৫) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠির ভাষায় প্রাক - প্রাথমিক টিচিং প্যাকেজ ১ম ও ২য় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হবে।

পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় , নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় , সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় , বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ইত্যাদি আরো অনেক প্রতিষ্ঠানে বিতরণ করা হবে।

বিস্তারিত :

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়
উন্নয়ন-১ অধিশাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mopme.gov.bd

বিষয়: **২০১৯ শিক্ষাবর্ষে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণি, প্রাথমিক স্তর এবং ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ নির্দেশিকা।**

ক্র:নং	২০১৯ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তক বিতরণের নির্দেশিকা
১.	১ম-৫ম শ্রেণির সকল ছাত্র/ছাত্রীকে শিক্ষাক্রম অনুযায়ী নির্ধারিত সবগুলো পাঠ্যপুস্তক চার রঙে-ছাপা সুদৃশ্য ও মনোরম সম্পূর্ণ নতুন বই বিনামূল্যে প্রদান করা হবে।
২.	২০১৯ শিক্ষাবর্ষে মুদ্রিত প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্য ০১ টি করে আমার বই ০১টি করে অনুশীলন খাতা সরবরাহ করা হবে।
৩.	জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক প্রণীত কারিকুলাম অনুসরণ করে এমন সকল প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র/ছাত্রীদের বিনামূল্যে পাঠ্যবই সরবরাহ করা হবে। এ প্রতিষ্ঠানসমূহ নিম্নরূপ: ক) সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়; খ) সরকারী মাধ্যমিক / নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংগে সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়; গ) স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংগে সংযুক্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়/নিম্নমাধ্যমিক ঘ) এনসিটিবির কারিকুলাম অনুসৃত হয় এমন সকল কিন্ডার গার্টেন; ঙ) পিটিআই সংলগ্ন পরীক্ষণ বিদ্যালয়; চ) শিশু কল্যান ট্রাস্ট পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়; ছ) কিশোর অপরাধ সংশোধন কেন্দ্রের পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়; জ) সরকারী ও স্বীকৃতি প্রাপ্ত এতিমখানা ও শিশু পরিবারে চালু প্রাথমিক বিদ্যালয়; ঝ) বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশন কর্তৃক পরিচালিত কিংবা অনুমোদিত এনসিটিবি কারিকুলাম অনুসরণ করে এমন বিদ্যালয়; ঞ) চা বাগানের ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়; ট) বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা / এনজিও কর্তৃক উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়; ঠ) সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত আবাসন ও আশ্রয়ন প্রকল্পের কমিউনিটি বিদ্যালয়; ড) স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান (যেমন - সিটি কর্পোরেশন, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, ইউনিয়ন পরিষদ) কর্তৃক পরিচালিত প্রাথমিক বিদ্যালয়; ঢ) সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ স্কুল (বিশেষতঃ প্রতিবন্ধীদের জন্য); ণ) রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন (রস্ক) প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত আনন্দ স্কুল; ত) পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের অধীনস্থ চর জীবিকায়ন কর্মসূচী প্রকল্পের অধীন পরিচালিত বিদ্যালয়; থ) উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যুরো কর্তৃক পরিচালিত শিখনকেন্দ্র সমূহ ইত্যাদি; দ) এনসিটিবির কারিকুলাম অনুসরণ করে এমন সকল বিদ্যালয় ইত্যাদি; ধ) সেকেন্ড চান্স এডুকেশন পরিচালিত বিদ্যালয়সমূহ।
৪.	উপরে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানসমূহ ছাড়াও যে কোন বিদ্যালয় বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের আবেদন করলে প্রকৃত শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর যথাযথ যাচাই ও তদন্ত সাপেক্ষে ঐ সকল শিক্ষার্থীগণের কাছেও পাঠ্যপুস্তক পৌছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
৫.	বিদেশে অবস্থিত যে সকল বিদ্যালয় এনসিটিবি কারিকুলাম অনুসরণ করে না এবং শুধুমাত্র একটি বা দুটি বইয়ের জন্য চাহিদা প্রেরণ করে, তাঁদেরকে অনলাইন সংস্করণ ডাউনলোড করে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি করে ব্যবহার করার জন্য পরামর্শ দেয়া হবে। কোন কারণে অনলাইনে বই পাওয়া না গেলে সে ক্ষেত্রে তাদেরকে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর চাহিদামত পাঠ্যপুস্তক বরাদ্দ প্রদান করবে। তবে পরিবহন খরচ সংশ্লিষ্ট দেশের বিদ্যালয়/ দুতাবাস অথবা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে বহন করতে হবে এবং ২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের মধ্যে তাদের চাহিদা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরে প্রেরন করতে হবে। একই ভাবে ইংরেজি মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকেও নির্ধারিত তারিখের মধ্যে চাহিদা প্রেরণ করে নিজ খরচে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের কেন্দ্রিয় গুদাম থেকে বই সংগ্রহ করতে হবে।
৬.	সকল পাঠ্যবইয়ের ইলেকট্রনিক কপি জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ওয়েবসাইটে (www.nctb.gov.bd) পাওয়া যাবে এবং প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটের (www.dpe.gov.bd) সাথেও লিংক থাকবে।
৭	এনসিটিবি ১ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক উপজেলা পর্যায়ে পৌছানো নিশ্চিত করবে। এরুপ পাঠ্যপুস্তক ডেলিভারীর ক্ষেত্রে নির্ধারিত চালান ফরম ব্যবহার করতে হবে।
৮.	প্রাক- প্রাথমিক শ্রেণির পঠন পাঠন সামগ্রী ও অন্য শ্রেণির / প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ ও বিতরণের জন্য পৃথক চালান ব্যবহার করতে হবে।
৯.	পাঠ্যপুস্তক বিতরণের পূর্বে প্রত্যেকটি বইয়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা শিক্ষা অফিস ও বিদ্যালয়ের সীল দিতে হবে । উপজেলা শিক্ষা অফিসের বইয়ের কভারে এবং বিদ্যালয়ের সীল বইয়ের ২য়/৩য় পৃষ্ঠায় ব্যবহার করতে হবে। সীলে ''বিনামূল্যে বিতরণকৃত'' কথাগুলো উল্লেখ থাকতে হবে।
১০	পাঠ্যবই গ্রহণকারী শিক্ষার্থীর পিতা/মাতা/অভিভাবকের কাছ থেকে বিদ্যালয় কর্তৃক প্রাপ্তি স্বীকারপত্রে স্বাক্ষর গ্রহণ করা হবে।
১১.	বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী কর্তৃক লেটারহেড প্যাডে প্রত্যয়নের মাধ্যমে ক্ষমতা প্রদত্ত প্রধান শিক্ষকের নিকট বই হস্তান্তর করতে হবে। অন্য কারও প্রত্যয়ন গ্রহণযোগ্য হবে না এবং ক্ষমতা প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ছাড়া অন্য কারও নিকট বই প্রদান করা যাবে না।

১২.	ক. সকল বিষয়ের ত্রুটি-বিচ্যুতি সংশোধন করে পরিমার্জিত আকারে ২০১৯ শিক্ষাবর্ষের জন্য মুদ্রিত পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হবে। খ.সকল শ্রেণির সকল ধর্মীয় বই পরিমার্জনের কাজ চলছে এবং ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে শেষ হবে বিধায় কেবলমাত্র ধর্ম বিষয়ের বই বিতরণ করা যাবে।
১৩.	প্রতিটি পিটিআই-কে ১ম-৫ম শ্রেণির মোট ৫০ সেট, প্রত্যেক উপজেলা রিসোর্স সেন্টারকে ৩০ সেট এবং জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)-কে ৩০ সেট করে বাংলা ভার্সনের পাঠ্যপুস্তক সংশ্লিষ্ট জেলার বাফার স্টক/ উপজেলার উদ্বৃত্ত পাঠ্যপুস্তক থেকে সরবরাহ করা হবে। একই ভাবে, জেলা / উপজেলার উদ্বৃত্ত পাঠ্যপুস্তক থেকে ইংরেজী ভার্সনের ১ম-৫ম শ্রেণির মোট ৫ সেট পাঠ্যপুস্তক পিটিআই-কে, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমী (নেপ)-কে ৫ সেট, প্রত্যেক উপজেলা রিসোর্স সেন্টারকে ১ সেট ও জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড-কে ১০০ সেট পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হবে।
১৪.	বৌদ্ধ ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা এবং খ্রিস্টান ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা নামীয় পাঠ্যপুস্তক জেলা পর্যায়ে সরবরাহ করা হবে এবং উপজেলাগুলো প্রয়োজন অনুযায়ী সেখান থেকে সরবরাহ গ্রহণ করবে।
১৫.	ইংরেজী ভার্সনের পাঠ্যপুস্তক জেলায় সরবরাহ করা হবে এবং উপজেলাগুলো বরাদ্দ অনুযায়ী সেখান থেকে সরবরাহ গ্রহণ করবে। এখানে উল্লেখ্য, ইংরেজী ভার্সনের ক্ষেত্রে ২০১৮ শিক্ষাবর্ষের উদ্বৃত্ত পাঠ্যপুস্তক ২০১৯ শিক্ষাবর্ষের ব্যবহার করা যাবে না।
১৬.	প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির পঠন-পাঠন সামগ্রীর পরিবর্তন হবে না বিধায় ২০১৮ শিক্ষাবর্ষের উদ্বৃত্ত সামগ্রী ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ব্যবহার করা যাবে এবং চাহিদা অনুসারে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য ২টি (আমার বই ও অনুশীলন খাতা) পঠন-পাঠন সামগ্রী পুর্বের ন্যায় উপজেলা পর্যায়ে সরবরাহ করা হবে।
১৭.	২০১৯ শিক্ষাবর্ষে প্রাথমিক স্তরের সম্পূর্ন নতুন পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হবে বিধায় বিগত বছরের পাঠ্যপুস্তক বিদ্যালয় পর্যায়ে সরবরাহ করা যাবে না।
১৮.	পাঠ্যপুস্তক গ্রহণ, বিতরণ এবং উদ্বৃত্ত পাঠ্যপুস্তকের হিসাব রেজিষ্টারে /বালাম বইয়ে লিপিবদ্ধ করতে হবে।
১৯.	৩১ জানুয়ারী তারিখের মধ্যে সকল শিক্ষার্থীর মধ্যে ১০০% পাঠ্যপুস্তক বিতরণ সম্পন্ন করতে হবে এবং নির্ধারিত অনলাইন সফটওয়ারে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ সম্পন্ন হওয়া সম্পর্কিত যাবতীয় তথ্য এন্ট্রি দিতে হবে।
২০.	অতঃপর ২৮ ফেব্রুয়ারী, ২০১৯ তারিখের মধ্যে ভর্তিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ঐ সফটওয়ারে সঠিকভাবে এন্ট্রি করতে হবে এবং কেবলমাত্র ঐ তথ্যের ভিত্তিতেই পরবর্তী বছরে পাঠ্যপুস্তকের সম্ভাব্য চাহিদা নিরুপণ করা হবে। লক্ষণীয় যে, এভাবে এন্ট্রিকৃত ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সর্বক্ষেত্রে ব্যবহার করা হবে।
২১.	এনসিটিবি পুর্বের ন্যায় মুল্যের বিনিময়ে বিক্রয়যোগ্য প্রাথমিক স্তরের কোনরুপ, পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ করবে না।
২২.	জরুরী প্রয়োজন মিটানোর জন্য সকল বিভাগীয় বাফার স্টকে বিভাগীয় উপপরিচালকের কার্যালয়ে মোট চাহিদার ২%(বাংলা ভার্সনের) অতিরিক্ত পাঠ্যপুস্তক সংরক্ষণ করতে হবে।
২৩.	রিপিটার ছাত্র/ছাত্রীদের মাঝে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা যাবে।
২৪.	বিণামুল্যের প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক বিক্রি/বিক্রির অভিযোগ পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলা ও আপীল বিধিমালা-১৯৮৫ মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে।
২৫	২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ৫টি ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক টিচিং প্যাকেজ ও ১ম এবং ২য় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করা হবে।
২৬	এ নির্দেশিকার বিষয়ে যে কোন ব্যাখ্যা বা স্পষ্টিকরণ প্রদান কেবলমাত্র প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এখতিয়ারাধীন হবে।

স্বাক্ষরিত/-
তারিখ: ২০/১২/২০১৮

(মো: আকরাম-আল-হোসেন)
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

স্মারক নং-৩৮.০০৯.০১৪.০৭.০০.০১০.২০০৬-২০৬

তারিখঃ ০৬ পৌষ ১৪২৫ / ২০ ডিসেম্বর ২০১৮

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলোঃ

০১। অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন),প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৩। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা।
০৪। যুগ্ম-সচিব (উন্নয়ন/বিদ্যালয়),প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
০৫। পরিচালক (প্রশাসন),প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা।
০৬। চেয়ারম্যান, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
০৭। সদস্য (পাঠ্যপুস্তক/কারিকুলাম), জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, মতিঝিল, ঢাকা।
০৮। উপ-পরিচালক (বই বিতরণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, মিরপুর-২, ঢাকা।
০৯। সিস্টেম এনালিষ্ট, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
(বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ নির্দেশিকাটি এ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১০। অফিস কপি।

(আছমা সুলতানা)
উপ-সচিব